পলাতক পরশখানি

দেবাশিস গুহ

Copyright © 2019, Debasis Guha

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system now known or to be invented, without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who wishes to quote brief passages in connection with a review written for inclusion in a magazine, newspaper or broadcast.

Published in India by Prowess Publishing,
YRK Towers, Thadikara Swamy Koil St, Alandur, Chennai,
Tamil Nadu 600016

ISBN: 978-93-89097-04-7
ePUB ISBN: 978-1-5457-4432-1

Library of Congress Cataloging in Publication

Contents

আগের মতোই

অভাবে স্বভাব নষ্ট

আগমনী

আজকের পথের পাঁচালি

আক্ষেপ

আমার রবি ঠাকুর আছে

অপ্রাপণীয়

অসীমের আভাস

আষাঢ় এলো

ভৈরবী

ভক্তি

বিপন্ন

চতুৰদশপদী

দোয়া

দোটানা

"দুগ্ গা দুগ্ গা"

দূরত্ব দূরতিক্রম্য

এক থেকে দশ

একুশের জন্মদিনে

ফিরে আসতে হয়

ফল্গু

ফুটবল

ঘূর্ণি

গ্রাম—বাংলার মাঠ

হৃদয়—ঘটিত

হৃদয়ে সেই তুমি

জল

যেন মনে রয় . . . .

যদিও ফাগুন মাস

জগতে আনন্দযজ্ঞে

যতই—
খেই
ক্ষতিপূরণ
কিছু র’য়ে গেলো?
কবি ও আঁতেল
কোথায় গেল
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই
নৈসর্গিক
নাড়ীর টান
অবসর—ইচ্ছা
পিকুর বাবা
প্রশ্নগুলো সহজ আর
সমব্যথী
সমুদ্র এবং বালুকাদূর্গ
শাশ্বত
শিশুদিবস
শ্লাঘা
শব্দ মিল—এ পূজোর মালা
স্থায়ী
স্বাধীনতা
ঠাকুর থাকবি কতক্ষণ?
তোমার বিতানে
নিশিদিন পলে পলে

আগের মতোই

"তুমি কি সেই আগের মতোই—?"
প্রশ্ন করেন মান্না দে
আমি দেব হাসি, যতই
তুই আমাকে কান্না দে।

❀❀❀❀❀

শচীন কর্তা অভিমানে গায়
"তুমি নেই সে তুমি"
আমি তো জেনেছি রঙ বদলায়
ঐ মন মৌসুমী।

❀❀❀❀❀

কেউ থাকে না আগের মতন,
নিজেই তো তুই বদল চাস!
তবে কেন পরিবর্তন
হ'লে মিছেই কষ্ট পাস?

❀❀❀❀❀

মাথায় রেখো কথাটি এই,
আমূল বদল কাম্য নয়।
বদলেছে কি ধ্রুপদী সেই
ভোর বেলাকার সূর্য্যোদয়?

❀❀❀❀❀

চতুর্দিকে হানাহানি,
অকারণের রক্তপাত,
এখনও তো বদলায়নি
জ্বর—কপালে মায়ের হাত!

❀❀❀❀❀

ব্যস্ত বাগীশ মানুষ রাগে
যতই না তুই বদলে যাস,
আগের মতোই মিষ্টি লাগে

শিশুর হাসি, ফুলের বাস।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

অভাবে স্বভাব নষ্ট

কেন এমন তিরিক্ষি স্বভাব?
মেজাজ কেন সর্বদা বিদঘুটে?
কথায় কেন মিষ্টতার অভাব?
কি কারণে মুখ অত তিতকুটে?

❀❀❀❀❀

চায়ে আমার চিনির নেইকো ঠাঁই,
রক্তে অতিরিক্ত যে শর্করা!
মুখে দেখো বিরক্তিভাব তাই,
মধ্যপ্রদেশ তিক্ত রসে ভরা।

❀❀❀❀❀

মিষ্টি আমার ভালোবাসার ধন
আমাকে যা মধুর রেখেছিল,
এখন তাকে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
করলা জান কয়লা ক'রে দিল।

❀❀❀❀❀

রুক্ষ শুষ্ক শরীর এবং মন,
কোনো কিছুই নরম নয়কো মোটে!
কেন এমনধারা আচরন?
লোহার মতন কঠিন ও খটখটে?

❀❀❀❀❀

আমার নাকি উচ্চ রক্ত—চাপ!
তেল ও মাখন পাচ্ছে না তাই দেহ,
বৈদ্য বলেন, "ফ্যাট খাওয়াটা পাপ"
কারণ—"অতি বিষম বস্তু স্নেহ!"

❀❀❀❀❀

কুসুম—কোমল মন ছিল একসময়,
তেলে ভরা ছিল এই পিদিম,
সে লাবণ্য এখন কি আর রয়—

কেউ যদি খায় কুসুম—বিহীন ডিম?

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

আগমনী

আজকের বঙ্গধাম মাঠঘাট গাঁ—গেরাম
নয় কাশে, শিউলিতে ছাওয়া,
দীঘি বক্ষে শতদল নেই শ্যাম দূর্বাদল
পূতস্নিগ্ধ শিশিরেতে নাওয়া।

❀❀❀❀❀

আজ আছে পলায়ন সৌজন্যে বিশ্বায়ন
গ্রাম থেকে শহরেতে ধাওয়া,
পরিবেশে উষ্ণায়ন চারিদিকে প্রদূষণ
গায়ে লাগে বিষময় হাওয়া।

❀❀❀❀❀

গরীবের অনাহার বড়ো জোর অর্ধাহার
ধনীর বিলাসী খাওয়া—দাওয়া,
অন্তরের রুদ্ধ দ্বার ঠাঁই নাই শ্রদ্ধার
মার কাছে শুধু দাবি—দাওয়া।

❀❀❀❀❀

হৃদয়ের দৈন্য ঢেকে চারদিন হেঁকে—ডেকে
উৎসব আঁকড়ে বাঁচতে চাওয়া,
শারদীয়া শেষ হলে মার মূর্তি দিয়ে জলে
কাঠামো আবার ফিরে পাওয়া।

❀❀❀❀❀

মাগো, সন্তানের টানে আকুলতাময় প্রাণে
ফি—বছর তোর আসা—যাওয়া,
হয়তো বুঝেছি মানে তাই আজ অন্য গানে
আমাদের আগমনী গাওয়া।

❀❀❀❀❀

আজকের পথের পাঁচালি

অচেনার আনন্দ পেতে হয়না কোথাও যেতে
টেকনোলজি যুগ—যুগ জীও,
বিশ্ব—জোড়া পাতা ফাঁদে অপু—দূর্গা হাসে কাঁদে
সৌজন্যে ট্রিপল ডাব্লিউ।

❀❀❀❀❀

রেলের গাড়ীর ধোঁয়া নাই তার ধরা—ছোঁয়া
স্টীম এর ইঞ্জিন অস্তমিত,
হাইওয়েতে হুশ—হাশ, ছুটে যায় ভলভো বাস
শীত আর তাপ নিয়ন্ত্রিত।

❀❀❀❀❀

চড়িভাতি, বনভোজন অবলুপ্তপ্রায় এখন
পরিবর্তে ফাইন ডাইনিং,
ক্রেডিট—কার্ডেতে দেয় চর্ব্য চোষ্য লেহ্য—পেয়
রেস্তোরাঁ তে মাল্টি—কুইজিন।

❀❀❀❀❀

রাত্রি জেগে যাত্রা শোনা গ্রীন—রুমে আনাগোনা
স্মৃতি—পটে উঁকি দিয়ে যায়,
আজ মেগা—সিরিয়ালে মহা—এপিসোড চলে
বোকাবাক্সের পর্দায়।

❀❀❀❀❀

এল—নিনো, উষ্ণায়নে আবহাওয়া—পরিবর্তনে
ঝেঁপে আর বৃষ্টি নাহি ঝরে,
নেবুর পাতা করমচা অপু—দূর্গা ভেজে না
বের হয়ে আম কুড়োবারে।

❀❀❀❀❀

হরিহর সদা—ব্যস্ত, চ্যানেলে—চ্যানেলে মস্ত
রাশিফল বলা অবতার,
মাল্টি—টাস্কিং এর মায়া, হোম—মেকার সর্বজয়া

খুলেছেন বিউটি—পার্লার।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

ভ্রূণেতেই মা—জঠরে আজকের দুর্গারা মরে
এই দুর্দিনে নিদারুণ,
একা বসে বৃদ্ধাবাসে ওপারে যাবার আশে
দিন গোনে ইন্দির—ঠাকরুন।

❀ ❀ ❀ ❀ ❀

আক্ষেপ

নাম করা সব বাগ্মীজন নীরব থাকেন আমার প্রশংসায়,
কিন্তু নিন্দা হয় যখন—বুলি ফোটে মূকেরও রসনায়!

❀❀❀❀❀

গুণ কিছু নাই, কেবল দোষ, তাই পড়িনা কারোর নেক নজরে,
আমিই যে সেই নন্দ ঘোষ! দৃষ্টিহীনের চোখেও ধরা পড়ে!

❀❀❀❀❀

করে না কেউ আলিঙ্গন—সবাই গোটায় নিজের নিজের হাত,
কিন্তু করতে আক্রমন সক্রিয় হয় ঠুঁটো—জগন্নাথ!

❀❀❀❀❀

You’ve Just Finished your Free Sample

Enjoyed the preview?

Buy: https://store.prowesspub.com